সেই সময় : একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস

রবিন পাল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' (১ম সং ১৩৮৮/৮৯) উপন্যাসটি বার বার পড়তে ইচ্ছে করে। এ ইচ্ছা শুধু আমার মতো বয়স্কের নয়, বইটি যে বিভিন্ন বয়সীর কাছে জনপ্রিয় তা বোঝা যায় মুদ্রণ হিসাব দেখে। লেখক জানান, 'প্রায় আড়াই বৎসর ধরে উপন্যাসটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশের সময় অনেক পাঠক পাঠিকা নানা কৌতূহলী পত্র পাঠিয়েছেন আমাকে' এবং বিন্দুবাসিনী গঙ্গানারায়ণ, হরিশ, নবীন প্রভৃতি চরিত্রের আকস্মিক অন্তর্ধান পাঠক সমাজের অনেককে বিচলিত করেছিল। এই কৌতূহল, এই বিচলন তৈরি করা বড়ো কম কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের সমাপ্তি পরিবর্তনের পাঠক-প্রস্তাব এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এ গেল সাধারণ পাঠকের কথা। লেখক জানান অনেক অজানা ঐতিহাসিক তথ্য জেনে এক ধরনের অনুসন্ধিৎসু পাঠক 'সেই সময়ের ইতিহাস ভালো ভাবে জানার জন্য আগ্রহী হয়েছেন।' এই আগ্রহ তৈরি করা কঠিন কাজ, সুনীল সে কাজ করেছেন, তাই আজও বইটির চাহিদা যথেষ্ট। যাঁরা সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তাঁদের কাছে এই বইটির আর এক ধরনের ঔৎসুক্য জাগে। সুনীল 'আত্মপ্রকাশ' থেকে যে বিস্তর উপন্যাস লিখেছেন তার মধ্য থেকে লেখকের জীবন দৃষ্টি, জীবন নির্বাচন যা প্রকাশ পায় এ বইটি তার থেকে আলাদা। প্রথমাবধি ঔপন্যাসিক সুনীলকে আমরা যেভাবে জানতে শিখি এ বই তার থেকে অন্য পথে চলে—অনেকটাই। এটাও খুব কঠিন কাজ, সাফল্য অর্জন আরো কঠিন, পাঠকের মন জয় রীতিমত কঠিন। কিন্তু সে কঠিন চ্যালেঞ্জ লেখক সামলেছেন—সেই সময়, পূর্ব পশ্চিম, প্রথম আলো, নিঃসঙ্গ সম্রাট প্রভৃতি তার পরিচয় বহন করে।

পাঠকের ভালো লাগে এই কথা জেনে যে ঔপন্যাসিক কি করতে চান, তা তাঁর কাছে স্পষ্ট। তিনি জানেন—ক) উপন্যাস উপন্যাসই, ইতিহাস নয়। খ) এই কাহিনীর মূল নায়কের নাম সময়। গ) সময়কে রক্তমাংসে জীবিত করতে হলে অন্তত একটি প্রতীক চরিত্র গ্রহণ করতে হয়। ঘ) সেই সময় সম্পর্কে লেখক তাঁর 'নিজস্ব কিছু ব্যাখ্যা' দিতে চান। এখানে বলার কথা—সুনীলের যাঁরা সমসাময়িক তাঁদের কারো মধ্যে এই স্পষ্ট দৃষ্টিকোণ, সামর্থ্য ছিল না। মহাশ্বেতা দেবীকে যদি তাঁর কালের লেখক ধরি তাহলে তিনি ব্যতিক্রম। অতীন, বরেন, সন্দীপন, শীর্ষেন্দু, মতি, শ্যামল প্রভৃতি কারোর মধ্যে এ ব্যাপারটা মেলে না।

সমালোচক জানান 'time is not only a recurrent theme in a great deal of narrative fiction, it is also a constituent factor of both story and text.' সুতরাং text time এবং storytime কিঞ্চিৎ ভিন্ন। প্রথমটি linear দ্বিতীয় multilinear. এই আলোচক আরো জানাচ্ছেন সময়ের ব্যবহারকে বুঝতে হবে তিনদিক থেকে—order, duration, frequency। (Narrative Fiction : contemporary poetics- S. Rimmon -Kenan) এখানে যুক্ত হবে লেখকের সময়, যা E.H.Carr আলোচনা করেছেন।

সুনীল বলেছেন 'আমার কাহিনীর পটভূমিকা ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।' এই কালটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময়, নবজাগরণ কাল বলেছেন অনেকে। অনেকে এর বিরোধিতা করে বলেছেন—পরাধীন দেশে আবার নবজাগরণ হয় না কি। সম সময়ে, পরবর্তীকালে, সত্তর দশকে, তার পরে এই কালের মূল্যায়ন নিয়ে বারংবার মতভেদ ঘটেছে। সুনীলবাবু এই কালটি বেছে নিয়ে ভালই করেছেন। আলোচনা চলতেই থাকে, উপন্যাস সে আলোচনার সুযোগ করে দিচ্ছে।

'সেই সময়' সুদীর্ঘ উপন্যাস, তালিকা, কথা নিয়ে ৯১৬ পৃষ্ঠার বই, ১২৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। অবশ্য অধ্যায় কথাটি নেই, কিস্তিও বলা যেতে পারে, পত্রিকাপাঠ স্মরণ রেখে। 'সময়' কে নায়ক ঘোষণা ক'রে ভালো করেছেন। একজন কোনো ব্যক্তির ওপর পাঠক বা লেখকের টান থাকল না। কিন্তু তবু নবীনকুমার তার যাবতীয় সদর্থক ও নঞর্থক নবীনত্ব নিয়ে নিজপ্রকৃতি প্রকাশে লেখনীর গুণে নায়ক হিসেবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখক বলেছেন 'নবীনকুমারের চরিত্রে এক অকালমৃত অসাধারণ ঐতিহাসিক যুবকের কিছুটা আদল আছে।' তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ। নবীনকুমারকে 'সেই সময়ের প্রতীক' হিসেবে রাখতে চান লেখক। নবীন কুমার ছিল 'আড়াই বছর ধরে মানস সঙ্গী' তার মৃত্যু দৃশ্য রচনা করতে গিয়ে মন বিরস হয়ে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। এই involvement না থাকলে চরিত্র সৃজন জীবন্ত হয়ে ওঠে না। নবীনকুমার সুতরাং কতোটুকু সত্যকারের কালীপ্রসন্ন তা নির্ণয় করার যোগ্যতা আমার নেই, ইচ্ছেও নেই, basic elements কিছু মিলেছে, না মিললেও ক্ষতি ছিল না। ২য় খণ্ড উৎসর্গ কালীপ্রসন্নকে এ কথাও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই। সময়ের সাক্ষ্যবাহী আর যে সব চরিত্র আছে তাঁরা হলেন—দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, গৌর বসাক, ভূদেব, মদনমোহন, হেয়ার, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন, ইয়ংবেঙ্গল দল, রামগোপাল, রাধানাথ, প্যারীচাঁদ, দক্ষিণাচরণ, বীটন, কেশবচন্দ্র, হরিশ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু, কৃষ্ণকমল রূপচাঁদ পক্ষী, প্রভৃতি। এঁদের কেউ কম, কেউ বেশী গুরুত্ব পেয়েছেন দুই খণ্ডে। তবে খুব বেশী হিসেব নিকেশ না করেই বলি, নবীন কুমার বাদে, ঈশ্বর চন্দ্র এবং

মধুসূদন যথেষ্ট গুরত্ব পেয়েছেন। এই সব জীবন্ত মানুষদের নিয়ে উপন্যাস ফাঁদা কঠিন কাজ, খুব সন্তর্পণে এগুতে হয়, কারণ উল্লিখিত মানুষদের অনেকের নিজের লেখা আছে, তাদের নিয়েও বিস্তর লেখা আছে। এদিক ওদিক হলেই ওয়াকিফহাল পাঠক চেপে ধরতে পারে। সুনীল যে বিস্তর পড়াশুনো করে কাজে নেমেছিলেন তার তালিকাবদ্ধ প্রমাণ আছে ২য় খণ্ডের শেষে। কিন্তু বিস্তর বই পড়লেও চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলা, চরিত্রের গা থেকে সম সময় বিকীর্ণ করে তোলা খুবই কঠিন কাজ। উনবিংশ শতাব্দীর ওই পর্ব সম্পর্কে যারা অল্পবিস্তর জানেন তারা মেনেছেন যে সেকালীন অনেক ব্যক্তিত্বই ফুটিয়ে তোলা গেছে। অবশ্য সুনীল ইচ্ছে করেই অনেক চরিত্রের কিছু কথা চেপে যান নি। যেমন—রামমোহন বা দেবেন্দ্রের সুরা পান, হরিশের পরদারগমন ইত্যাদি। সুনীল মনে করেন—'ব্লাসফেমি আধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট আঙ্গিক, এর কুফল কিছু নেই, সুফল অনেক।' কথাটা অনস্বীকার্য। 'গ্রীক কথাকার কাজান জাকিস, পোর্তুগীজ কথাকার সারামাগো এবং আরো অনেকে এই ব্লাসফেমি আঙ্গিক নিয়েছেন, নিন্দে কুড়িয়েছেন কিন্তু ভাবনার সুযোগ করে দিয়েছেন।

চরিত্রায়নকে জীবন্ত করে তোলার জন্য দরকার আরো কিছু উপকরণ। বাস্তব চরিত্রের পাশে দরকার কিছু কাল্পনিক চরিত্র। এ উপন্যাসে সে সব আছে। যথা—গঙ্গানারায়ণ, বিন্দুবাসিনী, বিম্ববতী। থাকোমণি, ত্রিলোচন, গুপী স্যাকরা, রাইমোহন, দিবাকর, সোহাগবালা, দুলালচন্দ্র, সৌদামিনী, হীরেমণি, কমলা সুন্দরী প্রভৃতি। এই ধরনের চরিত্রকে কালচিহ্নিত ইতিহাসের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি করতে হয়। যে কাজে সুনীল সার্থক, হয়তো প্রথম খণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাপারটা খোল্‌তাই হয়েছে। বাইজীপাড়া, মদের আসর, বেশ্য বাড়ি, সাহেব সুবো, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী, ধর্মনিষ্ঠ বাঙালী, নীলকর, সিপাহী বিদ্রোহের সিপাহী, সমসাময়িক বিভিন্ন রসের গান, কতো বিচিত্র বর্ণের, রসের আবহ ছিল সেই কালটার। বিস্তর পড়াশুনো করে কল্পনায় সেই জগৎটা তৈরি করা দরকার তবেই তা পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারযোগ্য হয়ে ওঠে। সুনীল আগে যে ধরনের উপন্যাস লিখতেন সেখানে এতো রকমের alertness-এর দরকার ছিল না। কিন্তু এখানে তার দরকার যথেষ্ট। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত সুনীলের অনেক আগে বিগত যুগের কিছু ব্যক্তিত্ব ও আবহ নিয়ে উপন্যাস ফেঁদেছেন, কিন্তু সেখানে তিনি অনেককিছুই আদর্শায়িত করেছেন, পাঠক সমাজে দু চারটে এ জাতীয় উপন্যাস আদৃত হবার পর অধ্যাত্মরস ঢেলে দিয়েছেন। যেমন—নজরুলের অসুখ নিয়ে। (জ্যৈষ্ঠের ঝড় উপন্যাস) বিমল মিত্রও একটা কাল নিয়ে উপন্যাস লিখতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ ধরনের উপন্যাসে তাঁর ত্রুটি এইখানে যে—মাঝে মাঝে ব্যক্তি জীবনের গল্প

থামিয়ে কিছু ইতিহাস কথা বলেন, তারপর ইতিহাস থামিয়ে ব্যক্তিজীবনের গল্প। (কড়ি দিয়ে কিনলাম দ্রষ্টব্য) সুনীল 'সেই সময়' উপন্যাসে এর কোনোটাই করেন নি। আদর্শায়িত করবার কোনো দায় তাঁর ছিল না। ইতিহাস ও ব্যক্তি জীবনের গল্প মিশিয়ে বলবার Craft আয়ত্তে এসে গিয়েছিল।

একটা যুগকে তুলে ধরতে গেলে চরিত্রায়ন যেমন দরকার, তেমনি দরকার ভাষা ব্যবহারে ব্যুৎপত্তি। পাঠক লক্ষ্য করবেন উনিশ শতকী কলকাতার ভাষার বিমিশ্রভাব উপন্যাসটির সর্বাঙ্গে। একেবারে প্রথম অধ্যায়ের গোড়া থেকে দুটো উদ্ধৃতি দিই—

ক) 'কমলাসুন্দরীর গায়ের রঙ মসৃণ কষ্টি পাথরের মতন। নিজের স্ত্রীর দুধে-আলতা মেশানো গাত্রবর্ণ বলেই বোধহয় রামকমল শুধু কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েদের মধ্য থেকেই উপপত্নী নির্বাচন করেন।'

খ) 'এ বেলা আসেনি কো, একবার খপর নিয়ে শুনলুম পড়শুনা কচ্চে!'

সংলাপের ভাষা আবার ভিন্ন বিমিশ্রতা পায় ইয়ংবেঙ্গল বন্ধুগোষ্ঠীতে—

তুই যতই হাসিস মধু, নেটিভ ল্যাঙ্গোয়েজেরও কদর বাড়চে! দ্যাক, প্যারীচাঁদবাবু টেঁকচাদ ঠাকুর এই পেন নেম নিয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে নবেল ছাপালেন। (গৌরদাস বসাক বলছে মধুসূদনকে)

সব আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি সমন্বয় ঠিক ঠাক না করতে পারা যায়। Narrration of a succession of fictional events যদি গড়ে তোলা না যায়, যদি Genette কথিত focalization না রচিত হয় তাহলে পাঠকের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। মনে রাখতে হবে ন্যারেশন আর ফোকালাইজেশন এক সূত্র থেকে যাত্রা করলেও আলাদা জিনিস। 'সেই সময়' পড়তে গিয়ে মনে হয় এই ব্যাপারটা বজায় আছেই। বেশ্যা বাড়িতে নবীন কুমার (১২০ অধ্যায়), হরিশ ও তার মৃত্যু (অধ্যায় ৯৭), বঙ্কিম নিয়ে প্রিয়নাথ শিবনাথের কথাবার্তা (অধ্যায় ১২২) এবং সর্বোপরি বিভ্রান্ত নবীনকুমার ও তার মৃত্যু (অধ্যায় ১২৪-১২৭) প্রভৃতি অংশগুলো প্রতিপাদ্য, ধারাবাহিকতা, আবহ সঙ্গতি প্রভৃতি দিক দিয়ে পরখ করলে পাঠক বাহবা দিতে বাধ্য। নবীনকুমারের শেষ টেস্টামেন্ট সুনীলের কথাই তুলে ধরে। ক) আমি পুরোপুরি ভোগের মধ্যে কখনো ডুব দিতে পারিনিকো।... আবার পুরোপুরি মোহমুক্ত হতেও পারিনি ....। খ) আমি অনেক সময়েই কোন দিক সম্মুখ আর কোন দিক পশ্চাৎ-অপসরণ তাহা চিনতে পারি নাই। গ) ... এই শতাব্দীর অবসান হইয়া বিংশ শতাব্দী আসিবে.... মনশ্চক্ষে যেন দেখিয়ে পাই...তাহা কত আলোকোজ্জ্বল ...কত আনন্দময়...। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে কথাবার্তায় (অধ্যায় ৭৩ এ বিষয়ে নানা মত উপস্থাপনায় সুনীলের কথাটিও আঁচ করা যায়। এমন কথা—সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গেও।

‘সেই সময় সম্পর্কে যদি আমি আমার নিজস্ব কিছু ব্যাখ্যা না দিতে চাইব, তা হলে আর আমি এত বড় একটা গ্রন্থ রচনা করলাম কেন?’ সুনীলের এই কথা স্মরণে রেখে পাঠককে খুঁজতে হবে উপন্যাসটির অন্দরমহলে, তবেই তিনি আবিষ্কার করতে পারবেন Chatman কথিত Implied author-কে। লেখক তাঁর সৃষ্ট বইটি খুলে রেখে গেলেন, এবার পাঠক তুমি (Actual Reader, Super Reader, Informed Reader, Ideal Reader, Model Reader, Implied Reader, Encoded Reader) তোমার মতো করে আবিষ্কার করো লেখাকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘সেই সময়’ ২ খণ্ড সেই সুযোগ উপস্থিত করেছে, তার আয়োজন প্রচুর, এর তুলনা নেই, এবার পাঠক, কোমর বেঁধে নেমে পড়ুন সৃজন সন্ধানে।